একবিংশ শতকের উচ্চশিক্ষা চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের প্রস্তুতি

দেশ বা সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি অনেকখানি নির্ভরশীল উচ্চশিক্ষার প্রকৃতি ও গুণগতমানের ওপর। উচ্চশিক্ষার হার সন্তোষজনক পর্যায়ে না এলে সে দেশ বা জাতি বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। যে কোন জাতির অগ্রগতির পূর্বশর্ত উচ্চ শিক্ষিত মানব সম্পদ। আজ যে সব দেশ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে তারা সেই পূর্বশর্ত পূরণের মধ্য দিয়েই তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের সেই সব উন্নয়নকামী দেশগুলোরই অন্তর্ভুক্ত যাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখনও সম্পদ হয়ে উঠতে পারেনি। সেজন্য বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে আজ সবচেয়ে জরুরী উচ্চশিক্ষিত মানব সম্পদ সৃষ্টি। সেটা সম্ভব কেবলমাত্র ব্যাপক ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা সম্প্রসারণের কর্মসূচী গ্রহণের মধ্য দিয়েই।

উচ্চশিক্ষা ঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো শিক্ষার ধারাবাহিক মান উন্নয়নের পাশাপাশি তা ধরে রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। এ জন্যই ঐ সব দেশের শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক বেশি। ক্ষেত্র বিশেষে শতকরা এক শ' ভাগ। শিক্ষাকে মানসম্পন্ন রাখার লক্ষ্যে উন্নত বিশ্বে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা হচ্ছে। কম্পিউটার সেখানে অনেক আগেই কর্ম ক্ষেত্রের অনিবার্য বাহন হয়ে আছে। অগ্রগতির সর্বশেষ উদাহরণ অত্যাধুনিক 'ইন্টারনেট' প্রযুক্তির বিকাশ। তাছাড়া উন্নত বিশ্বের প্রায় সব দেশেই শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ, আর্থিক অনুদান, উচ্চশিক্ষা, বৃত্তি ইত্যাদি নিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষার উপকরণও করা হয়েছে সহজলভ্য। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে যেটি উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে— সারা বিশ্বে চাহিদা মোতাবেক ঢেলে সাজানো হয়েছে উচ্চশিক্ষা পাঠক্রম। এ জন্যই দেখা যায় গণিত, কম্পিউটার, পরিবেশ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে সে সব দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেশি। বিশেষত ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক করে গড়ে তোলা হয়েছে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে। আরেকটি বিষয়, একজন শিক্ষার্থী তার পছন্দ বা আগ্রহের যে কোন বিষয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছেন উন্নত দেশে। অবশ্য তাকে সে বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাতে হবে। অন্যথায় বিভাগ থেকে তাঁর অব্যাহতি পাবার সম্ভাবনাই বেশি। পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিও প্রাত্যহিক শিক্ষার সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যে, প্রতিদিনই শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই অব্যাহত থাকে— যা নেই তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই। বরং এখানে পরীক্ষাকে করা হয়েছে ভীতিকর। উন্নত বিশ্বে প্রায় সব শিক্ষার্থীই প্রায় প্রতিদিনই পরীক্ষা দিচ্ছে এবং পরীক্ষাটা নিয়মিত পাঠেরই অংশ হয়ে গেছে। এছাড়া ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কও প্রায় সব ক্ষেত্রেই সৌহার্দ্যপূর্ণ। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আমরা দেখি, উন্নত দেশের লাইব্রেরীসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সমৃদ্ধ। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩০/৩৫ হাজার, সেখানেও করিডরে কিংবা ক্যাম্পাস এলাকায় কোন জটলা বা কোলাহল নেই। কিন্তু বৃহৎ লাইন লাইব্রেরী চত্বরে। এ সবই হচ্ছে উচ্চশিক্ষার জন্য অনিবার্য প্রেক্ষাপট, যা উন্নত বিশ্বের প্রায় সব দেশেই নিশ্চিত করা হয়েছে। দুঃখ হলো, এমন অবস্থা উন্নয়নকামী দেশে অনুপস্থিত।

উচ্চশিক্ষা ঃ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট

আমাদের দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর মেধাবী শিক্ষার্থীরা সাধারণ ডিগ্রী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাঁদের মেধা ও আগ্রহ অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা তথা স্নাতক অথবা স্নাতক সম্মান কোর্সে ভর্তি হয়। উচ্চশিক্ষা বলতে দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই বোঝায়। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, উচ্চস্তরের জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধি অর্জন ও উচ্চতর গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের নব দিগন্ত উন্মোচন এবং তার ওপর ভিত্তি করে দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ ও সমাধানের উপায় উদ্ভাবন। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই উচ্চশিক্ষা বিস্তারের পথ যথাসাধ্য খুলে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ সরকারী অর্থে ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৬টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাকিগুলো বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ভুক্ত। শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স শেষ করার পর এম ফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রী পেয়ে থাকেন দেশের অভ্যন্তরেই। এছাড়াও চিকিৎসা বিজ্ঞান, কারিগরি, শারীরিক-শিক্ষা, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা (ফাজিল/কামিল) ইত্যাদি বর্তমানে বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক এবং উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ২টি ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। (ক) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (খ) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারিত হওয়ায় দিনে দিনে বাড়ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। তবে যুগোপযোগী পাঠ্যসূচীর অভাবে এবং দক্ষ জনবল তৈরি না হওয়ায় শিক্ষিত বেকারত্বের অভিশাপও দিন দিনই বাড়ছে। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আমাদের উচ্চশিক্ষার মূল লক্ষ্য হতে হবে সাধারণ চাকরিজীবীদের জন্য টেকনিক্যাল বা ভোকেশনাল ট্রেনিং এবং বিজ্ঞান, কৃষি ও সমাজ বিজ্ঞানসহ প্রযুক্তিগত শিক্ষার বিকাশ, কিন্তু সকল পরিকল্পনার পিছনেই আর্থিক বরাদ্দ সবচেয়ে জরুরী।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
চেয়ারম্যান, ইউজিসি

প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান; ইতোপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান, ডিন, সিনেট, সিন্ডিকেট সদস্য, প্রভোস্ট এবং সবশেষে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে তাঁর অবদান স্মরণীয়, তিনিই অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে দাঁড়িয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০০ শিক্ষকের পক্ষে পদত্যাগের ঘোষণা এবং স্বৈরশাসকের নির্দেশ অমান্য করে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার ডাক দিয়েছিলেন। প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টাও (খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়) ছিলেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রসঙ্গে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন ঃ

উচ্চশিক্ষা ॥ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যত পরিকল্পনা বা একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার এবং এর মানোন্নয়ন, দেশের বর্তমান উচ্চশিক্ষার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত জরুরী। এ কথা অনস্বীকার্য, উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে পৃথিবীর শীর্ষ পর্যায়ের দেশগুলো এখন অনেক বেশি অগ্রসর। সেসব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হার সন্তোষজনক। এই বিষয়টি তাদের অগ্রসরমানতার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বাংলাদেশ ১৯৯৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সর্বমোট শিক্ষার্থী ছিল ৬৭২৮২ জন। শিক্ষক ছিলেন ৪০১৫ জন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ১৬.৭৬। ১৯৯৭ সালে মোট শিক্ষকের মধ্যে ১৬৪৭ জন পিএইচডি ডিগ্রীধারী এবং অন্যান্য উচ্চতর ডিগ্রীধারী শিক্ষকের সংখ্যা ১১৪৬ জন।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষক সংখ্যা বাড়াতে হবে। মানব সম্পদের উন্নয়নে দেশকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্নে উচ্চশিক্ষার কোন বিকল্প নেই। অগ্রসরমান দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজাতে হবে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী করে। কেননা আগামী শতাব্দী প্রযুক্তি করতলগত করতে। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষার হার বাড়াতে, উপযুক্ত শিক্ষক পেতে এখন থেকেই আমাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন ঃ (ক) উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ, (খ) পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রমের মূল্যায়ন ও সংস্কার, (গ) যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষার নতুন বিভাগ খোলা, (ঘ) বিজ্ঞান, কারিগরি ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ, (ঙ) বাণিজ্য শিক্ষার আধুনিকীকরণ ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা শিক্ষার সম্প্রসারণ, (চ) লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা খাতের আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি ও অর্থের বিকল্প উৎস খুঁজে বের করতে হবে। বাজেটের শতকরা ৪৫ ভাগ অবকাঠামো গঠনে ও ৫৫ ভাগ একাডেমিক কার্যক্রমে নিয়োজিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, (ছ) ইংরেজী ভাষা, শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানের সমকক্ষে উত্তীর্ণ করা একান্ত প্রয়োজন। যাতে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে পারে আগামী শতাব্দীর উচ্চশিক্ষিত বাংলাদেশ, (জ) আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক Standard সংরক্ষণ ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালগুলোর সঙ্গে লিঙ্কেজ প্রোগ্রাম বাড়াতে হবে। নিতে হবে শিক্ষক বিনিময় কর্মসূচী এবং গবেষণা প্রকল্প, (ঝ) সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী ও মাস্টার্স কোর্সে শিক্ষাদান পদ্ধতি আধুনিকীকরণ ও অডিও ভিজুয়াল করা প্রয়োজন। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান চার বছরের কোর্স চালু করা যেতে পারে। এছাড়াও শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান মূল্যায়নের প্রক্রিয়া চালু করা বাঞ্ছনীয়, (ঞ) শিক্ষক ছাত্র অনুপাত কলা, মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক ক্লাসে ১ঃ২০ এবং কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ক্লাসে ১ঃ১০-এ উন্নীত করা একান্ত প্রয়োজন, (ট) বিশ্ব বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে। এবং উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রকে দেশের কর্মসংস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যেন প্রয়োজনবোধে শিল্প-কারখানায় মানব সম্পদ ব্যবহার করা যায়। সেজন্য অপেক্ষাকৃত আর্থিক দিকে দুর্বল শিক্ষার্থীদের সহজ বৃত্তি/অর্থ অনুদান হিসাবে প্রদান করে তাদের মেধার লালন করতে হবে, (ড) দেশে উচ্চশিক্ষার মান অতিদ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছে। ডিগ্রী ও মাস্টার্স কোর্স প্রদানকারী কলেজগুলোকে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলো হতে আলাদা করা উচিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে সব কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স খোলা হয়েছে, সেই কোর্সগুলো উপযোগী করে তুলতে হবে এবং পড়ানোর জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ দান করতে হবে।

যে সব কলেজে উল্লিখিত কোর্স পাঠদান করা হচ্ছে সেখানকার মান উন্নয়নের জন্য অবশ্যই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে বদলি রহিত করা উচিত, (ঢ) চাহিদা অনুযায়ী লাইব্রেরী, যন্ত্রপাতি ও লজিস্টিক সাপোর্ট ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ডিগ্রী ও মাস্টার্স কোর্সের diversification এবং updating হওয়া উচিত, (ণ) 'ইনোভেটিব' পাওয়ার বাড়ানোর জন্য ছাত্রদের আরও স্বাধীনতা দিতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে Feedback থাকা উচিত হবে, (ত) দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর Rating হওয়া প্রয়োজন, (থ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কার্যক্রম আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যুগের দাবি মনে রেখেই। কেননা, উচ্চশিক্ষা বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন একটি দিক নির্দেশনা প্রতিষ্ঠান, (দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা সমুন্নত রেখে আর্থিক, প্রশাসনিক ও একাডেমিক বিষয়ে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বর্তমান সরকার দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে অন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সমতুল্য ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেছে। এই কমিশন ইতোমধ্যে সরকারের কাছে তাদের সুপারিশমালা সংবলিত রিপোর্ট পেশ করেছে। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও সরকার দেশের উচ্চশিক্ষাকে দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলে সহজলভ্য করার জন্য দেশের ১২টি বৃহত্তর জেলা শহরের (যে শহরগুলোতে এখনো কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি) ১২টি বিজ্ঞান ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় (১৯৯৭-২০০২) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে স্থাপন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে। দেশের ১২ কোটি মানুষের জন্য ভবিষ্যত উচ্চশিক্ষার প্রসারে সরকারের এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আগামী ২০১০ সালের মধ্যে বিভিন্ন পেশা ও বিষয়ে কতসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত জনবল প্রয়োজন তার তথ্য আবশ্যক। এই তথ্যের ভিত্তিতেই সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজন। সবশেষে বলতে হয়, উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নের ওপর যেহেতু দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নির্ভরশীল, তাই উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ও গবেষণা খাতে অনুদান বর্ধিতকরণে সরকারের সুদৃষ্টি প্রয়োজন। প্রয়োজন সেন্টার অব একসেলেন্স, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে সৃষ্টি করা। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা সুসংগঠিত ও যুগোযোগী হবে বলে আশা করা যায়।